67

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN 26 1999 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

হায় (পরীক্ষার) নোট, হায় সোনালি ডানার নোট

আনোয়ারা সৈয়দ হকের কলাম

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে ছাত্রীদের নোট চাওয়া ও সেই নোট অন্য ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করে গোপনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কোয়ার্টার বা বাসা পর্যন্ত ধাওয়া করে আদায় করার প্রাক্কালে বুড়ো ঝানু শিয়ালপণ্ডিত শিক্ষকের লোভের সামগ্রীতে পরিণত হওয়া এমনকি মৃত্যুমুখে পর্যন্ত পড়ে যাবার ঝুঁকি ঘাড়ে তুলে নেয়ার পিছনে ছাত্রী মেয়েদের এহেন দুর্বলতার গোপন মানসিকতাটা কী? দুর্বলতা একটাই তাহলো সতীর্থদের ডাউন দিয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল করে তাদের কলা দেখানো। কিন্তু এই সকল কচি, উঠতি বয়সী ও তরুণ মেয়েরা ভুলে যায় যে এই নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ এখনও এত নিঃস্বার্থ হয়ে যায়নি যে বিনা কারণে বা শুধুমাত্র জ্ঞানবিতরণপ্রীতির কারণে কোন ভার্সিটি শিক্ষক তাঁর মহার্ঘ্য নোট খাতাখানা ডবকা বয়সী ছাত্রীর হাতে এমনি এমনি তুলে দেবেন। বিনা পারিশ্রমিকে মূল্যবান নোট কোনদিন হস্তগত করা সম্ভব এই ধারণা ছাত্রীদের ভিতর সঞ্চারিত হলো কীভাবে সেটাই গবেষণার বিষয়। যে ছাত্রী স্কুল জীবনের শুরু থেকে দেখে এসেছে যে অর্থ ছাড়া শিক্ষা লাভ সম্ভব নয়; কোচিংয়ে গাদা গাদা অর্থ ব্যয় করেই সে নিজের স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে আদায় করেছে জ্ঞান, তাহলে সে কীভাবে আশা করে যে তার ভার্সিটি শিক্ষকটি একেবারে বিনা পারিশ্রমিকে মূল্যবান নোটখানা ছাত্রীর করকমলে তাঁর নির্জন অফিস ঘরে বা বাড়ির নির্জন ড্রয়িং রুমে বসে দান করে দেবেন? বুদ্ধিমান ছাত্রী মাত্রেই বোঝা উচিত যে পৃথিবীর যে কোন দেয়া বা গিভ হলো নেয়া বা টেক-এর পরিবর্তে। সুতরাং জ্ঞানদানও শুকনো মুখে হয় না, ক্যাশ অথবা কাইন্ড-এ তার দেনা শোধ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু জ্ঞানী শিক্ষক তাদের ছাত্রীদের নোট বইয়ের প্রতি অসীম আগ্রহ দেখেই ছাত্রীদের সাথে এই নোট দেয়া নোট দেয়া খেল্ শুরু করেছেন। খেল্ কে আন্দার যে সরিষার তেল আছে সেটা ছাত্রীর পক্ষে সব সময় বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। বহু শিক্ষার্থী আজকাল মোটা মোটা ডিগ্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোচ্ছেন যাঁরা শুধু নোট বই, নোট খাতা ছাড়া রেফারেন্স বই চোখে দেখেছেন কী না সন্দেহ। রেফারেন্স বইয়ের প্রতি এই যে ভীতি এবং নোট বইয়ের প্রতি প্রীতি একজন ছাত্রীর মন মানসিকতা, মেধা ও জ্ঞান সাধনার উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে রীতিমতো ইন্ধন যুগিয়ে চলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক।

কোন ছাত্রী যদি নোট বই নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিবাহিত/বিবাহিত শিক্ষকের ঘরে একাকী প্রবেশ করে, শিক্ষকের কথা এবং হাবভাবে যদি মোহে পড়ে ভুলে যায় যে শিক্ষক একজন পুরুষ এবং প্রায় সব পুরুষের ভিতরেই আছে দাঁতালো চেহারার শুয়োর, তাহলে তার ফলাফল ছাত্রীটিকে বহন করতে হবে বৈকি। ছাত্রী মূলত একজন নারী এবং ছোটবেলা থেকে একজন নারী জীবনের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে নিপীড়িত হতে হতে বড় হয়, তাহলে ভার্সিটিতে গিয়ে সেই সত্য বা অভিজ্ঞতার কথা হঠাৎ ভুলে গেলে চলবে কেন? যে শিক্ষকের ব্যবহার প্রথম থেকেই সন্দেহের উদ্রেক করে, যে শিক্ষক ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে গাড়িতে না তুলে শহরের ভিন্ন এক রাস্তা থেকে পতিতা তোলার মতো গাড়িতে তোলে, যে শিক্ষকের চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হয়ে ছাত্রীর বোন পর্যন্ত একটি স্কুটারে করে সেই শিক্ষকের কোয়ার্টার পর্যন্ত ধাবিত হয় এবং বোনকে (ছাত্রী) শিক্ষকের গৃহে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বাইরে স্কুটারে অপেক্ষমাণ থাকে, যে ছাত্রীর শুধু নোট বই নিয়েই বেরিয়ে আসার কথা অথচ সে আসে না, সেখানে ছাত্রী, ছাত্রীর বোন এবং শিক্ষক এই তিন-এ মিলেই একটা ট্রাইও রচিত হয়, যে ট্রাইওর ব্যাক গ্রাউন্ডে 'লোভ নামক বস্তুটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে ছাত্রীর লোভ ছিল গোপন নোট পাওয়া, নোটা পেয়ে পরীক্ষায় বাজিমাত করা এবং শিক্ষকের লোভ ছিল নারী মাংসে।

আচ্ছা, কী ভাই এই নোট, যার মোহে ছাত্রীরা নিজের জানমালের নিরাপত্তা ভুলে বামের গুহায় প্রাণহাতে করে প্রবেশ করে? কী এই নোট যা গোপনে একজন শিক্ষক বিশেষ একজন ছাত্রীর জন্যই আলাদা করে রেখে দেন? এবং তাকে গোঁফের আড়ালে হাতছানি দিয়ে ডাকেন, আয়, আয়, আয়? এখন তাহলে একটা সমীক্ষা হওয়া দরকার যে কতজন ছাত্র এভাবে নোট সংগ্রহ করতে একাকী শিক্ষকের বাসায় যায় ভার্সাস কতজন ছাত্রী। কতজন ছাত্র এভাবে নোট সংগ্রহের লোভে শিক্ষকের নির্জন কক্ষে যায় ভার্সাস কতজন ছাত্রী। যদি ছাত্রছাত্রী সমানভাবে যায় তাহলে তো ঠিকই আছে, যদি তা না যায় তাহলে অবশ্যই ভাবনার বিষয়।

ছাত্রীদের ভিতরে একটা ব্যাপার প্রকটভাবে অনুভূত হয়--তাদের বাইরের জগতের বাস্তবজ্ঞান অতিমাত্রায় কম। তারা খবরের কাগজ পড়ে কম, তারা বাইরের বই বা ম্যাগাজিন পড়ে কম, তারা টেলিভিশন দেখে বেশি, তারা স্বপ্নবিলাসী বেশি। কিন্তু বর্তমানের এই যুগ ও সমাজের অবস্থা এ রকম যে, এখন আর স্বপ্নবিলাসী হবার পরিবেশ নেই। স্বপ্নখাদকেরা বর্তমানে জীবনের ঘাটে ঘাটে স্বপ্ন খেয়ে ফেলার জন্য ছিপ নিয়ে বসে আছে। শিক্ষার মূল কাজ হচ্ছে অহেতুক স্বপ্ন দেখা থেকে মানুষকে বিতাড়িত করা। কিন্তু আমাদের দেশের ভার্সিটির মেয়েগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে স্বপ্নতাড়িত হয়ে তারা শিক্ষা লাভ করছে। এটুকু বোঝে না যে শিক্ষকের কাঁচাপাকা চুল বা দাড়ি বা মোটা ফ্রেমের চশমা দেখে বিমোহিত হয়ে থাকলে চলবে না, চুল দাড়ি অথবা চশমার নিচে সেই আদি ও অকৃত্রিম জিনিস– সেই!